মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেকী' অবলম্বনে

23-12-77

স্বাতী

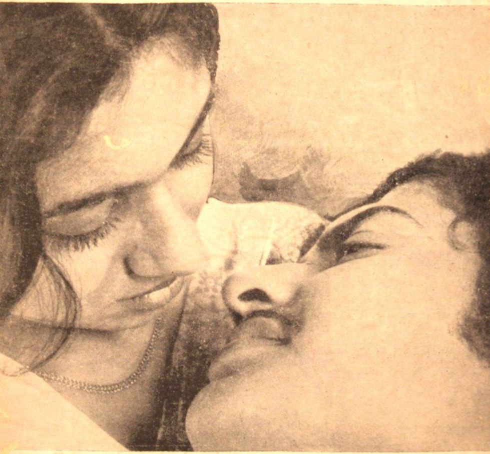

পরিচালনা
অগ্রগামী

সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জী

অগ্রগামী প্রোডাকসন্স প্রযোজিত
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেকী' গল্প অবলম্বনে

স্বাতী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অগ্রগামী**

সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।** কাহিনী পরিবর্ধন : **সমরেশ বসু।**

'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এলো' : **রবীন্দ্রনাথ** (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রচলিত লোকগীতি।

চলচ্চিত্রায়ন : মনীশ দাশগুপ্ত॥ সম্পাদনা : দুলাল দত্ত॥ শিল্পনির্দেশনা : সুভাষ সিংহ রায়॥ শব্দগ্রহণ : বলরাম বারুই। রূপসজ্জা : অনন্ত দাস, বসির আমেদ॥ ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ॥ প্রধানকর্মসচিব : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ চিত্রনাট্য সহযোগিতা : জয়ন্ত ভট্টাচার্য॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥ পরিচালনা সহযোগিতা : তরুণ কুমার দে।

কণ্ঠ সঙ্গীত

মান্না দে * অরুন্ধতী হোম চৌধুরী * ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

: সহকারীবৃন্দ :

চলচ্চিত্রায়ণ : শঙ্কর গুহ, ভবতোষ ভট্টাচার্য, কেষ্ট বোস, অনিল ঘোষ॥ সম্পাদনা : শক্তিপদ রায়, স্বপন চৌধুরী॥ শিল্পনির্দেশনা : সুবোধ দাস, সুরথ দাস॥ শব্দগ্রহণ : প্রভাত বর্মন, শ্রীদীপ চাটার্জী, অরবিন্দ সেন, বাবাজী শ্যামল॥ রূপসজ্জা : বিলু রাণা, প্রদীপ বাগ, নাজীর আমেদ॥ ব্যবস্থাপনা : শান্তি চক্রবর্তী, কার্তিক মণ্ডল। আলোক নিয়ন্ত্রণ : নারায়ণ চক্রবর্তী, সতীশ দাস॥ সাজসজ্জা বিভূপদ দাস॥ পরিচয়-লিখন : দীগেন ষ্টুডিও॥ সংগীত : সমরেশ রায়॥ স্থিরচিত্র : শিবরাম দত্ত।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

ডঃ অশোক মিত্র (মন্ত্রী পঃ বঙ্গ), জ্যোতির্ময় বসু এম, পি, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, পি, শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী (সুপারিন্টেনডেন্ট, লেডী ব্রেবোর্ন হোষ্টেল), ভি, আর, দেশাই (চেয়ারম্যান ইউকো ব্যাঙ্ক), ডি, পি, ঘোষ, এ, কে, সরকার, এন, সান্যাল (ইউকো ব্যাঙ্ক) স্কোয়াড্রেন লিডার আর, কে, মুখার্জী (অবসরপ্রাপ্ত) ডাঃ পিনাকী রায়, উজ্জ্বল মিশ্র, জয়ন্ত ব্যানার্জী, দ্বারকা বিহানী, মতিলাল বিহানী। মালদহ, গৌরীলাল মেহতা, মিঃ থাপা, মোহন লাল দাঁ, লা মার্টিনিয়ার্স স্কুল কর্তৃপক্ষ, ফ্লুরীজ, কমলা ডেকরেটার্স ও স্বরলহরী (চৌরঙ্গী)।

প্রচার ও জনসংযোগ : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী প্রাঃ লিমিটেড-এ পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা : **নারায়ণী চিত্রম্**

: অভিনয়াংশে :

গৌতম মুখোপাধ্যায়, তনুশ্রী শঙ্কর, মঞ্জুলা দে, শোভা সেন, পদ্মা দেবী, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, বিজন ভট্টাচার্য, এন, বিশ্বনাথন, ভোলা বোস, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, গৌর সাহা, জন মাসন, রমাপ্রসাদ বণিক, সতু মজুমদার, প্রশান্ত মুখার্জী, বিদ্যুৎ গোস্বামী, নিমাই দত্ত, পার্থ ব্যানার্জী, তপন মিত্র, প্রণব, দর্পনারায়ণ, অরুণা সেন, সুরভী, রোচনা, পিঙ্কী, মীরা, দেবী কর এবং আরও অনেকে।

কাহিনী

প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য অশোকের মনকে উদ্দাম আনন্দে মাতাল করে তুলেছে। মোটর বাইক নিয়ে ছুটে বেড়ায় শহরতলীর রাস্তা দিয়ে। তার গানের ছন্দে প্রকৃতিও যেন মেতে ওঠে। ক'লকাতায় হোষ্টেলে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। জজসাহেবের ছেলে, ছুটিতে বাবার কাছে বেড়াতে এসেছে।

পাখী শিকারের উদ্দেশ্যে অশোক সেদিন বাবার বন্দুক নিয়ে ঘন জঙ্গলে আসে। নিজের অজ্ঞাতেই পাখী লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে একটি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পুকুরে তখন জনৈকা তরুণী স্নানমগ্না। নিভৃত স্নানের জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের উপস্থিতি তরুণীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। বেশ দুকথা শুনিয়ে দেয়। যুবকের অশোভন উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। অশোকের সহজ সরল কৈফিয়ৎ সে শুনতে রাজী নয়।

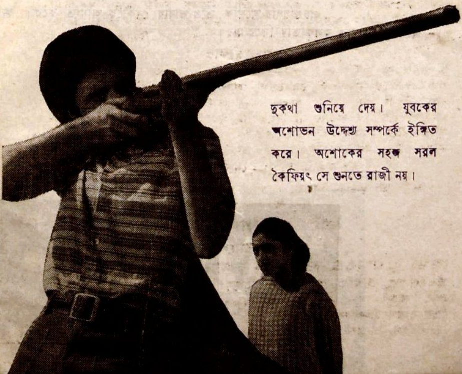

তিক্ত মন নিয়ে বাংলোয় ফিরে আসে অশোক। গ্রামের অশালীন অসভ্যতার পরিবেশে সে থাকতে রাজী নয়—কলকাতায় ফিরে যাবে। মা শোভিতা দেবী বলেন,—ও মেয়েটি নিশ্চয়ই নেকী। এই গ্রামের এক ক্ষয়িষ্ণু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভাগ্নী। ওর মামা হৃদয় মোক্তার। মেয়েটি খুবই ভালো—তবে বেশ তেজী। অন্যায় সহ্য করতে পারেনা। অশোকের পরিচয় জানলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবার নির্দেশে অশোকের ক'লকাতা যাওয়া আপাততঃ স্থগিত থাকে। পরিচয় হয় জেলা শাসকের বোন শ্রীপর্ণার সাথে। সপ্রতিভ মার্জিত বুদ্ধিমতী মেয়ে। উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা

নেকীর সাথেও দেখা হয় অশোকের। শোভিতা দেবী পিতৃমাতৃহারা মেয়েটিকে নিজের কন্যার মতই স্নেহ করেন। এ বাড়ীতে নেকীর নিয়মিত যাতায়াত থাকলেও অশোকের সাথে তার কোনও আপোষ হয় না।

এমনি সময় এক দুর্যোগের রাতে পথ হারিয়ে ফেলে অশোক। প্রবল ঝঞ্ঝায় চারিদিকে গাছ পড়ছে—অন্ধকারে অসহায় অশোকের সামনে মূর্তিমতী করুণারূপে হাজির হয় নেকী। জোর করে নিয়ে আসে ওদের নির্জন বাড়ীতে। আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করে অশোক। সে জানলো মেয়েটির নাম স্বাতী। আরও শুনলো তার অতীত মর্মান্তিক কাহিনী। অভিভূত অশোক নতুন করে তাকে আবিস্কার করে। সন্ধি হয় দুজনের। মনে প্রাণে শান্তি পান শোভিতা দেবী। অশোকের দিনগুলি যেন রঙে রসে ভরে ওঠে। ওরা নিবিড় হয় চিরকালের প্রেমের স্বপ্নে।

কিন্তু অলক্ষ্যে নিয়তি বুঝি হেসে ওঠে। নেকীর মামা হৃদয়বাবুর একখণ্ড জমি নিয়ে মামলা দেখা দেয়। মামলাটি অশোকের বাবার এজলাসে। ওদের সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে হৃদয়বাবু অশোকের বাবাকে প্রভাবিত করতে চান। নিরূপায় নেকী এ বিষয়ে অশোককে অনুরোধ করে। অশোক প্রচণ্ড আঘাত পায়। তার মনে হয় নেকীর সবটাই নেকী। সে তার রূপের ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়।

প্রচণ্ড ঘৃণায় অশোক তীব্র ভাষায় নেকীকে আঘাত করে। অভিমানে পাথর হয়ে যায় নেকী। ওদের মধ্যে নেমে আসে গভীর ব্যবধান। অশোক কলকাতায় ফিরে যায়।

সঙ্গীত

(১)

ওই আকাশ খুঁজতে যারা চলেছে
ওদের পাখার গান আমার মনে
আমি থামবো কোথায় কে জানে।
ওই সবুজ পাতার ফাঁকে
আলোর নাচনে ওরা দেয় যে উঁকি
এর কারণটা কী—
আমিও পাইনা খুঁজে
আমার এ অকারণ চঞ্চলতার কোনো মানে।
ওই নীলাম্ভ, আজ অশান্ত
আমি মানিনা বারন মানিনা শাসন
দুরন্ত শুধু দুরন্ত।
ও ... ... আমি কাউকে ডাকিনি সাথে
তবুও কে যেন আজ সঙ্গে চলে—
কী যে কথা বলে।
ওকি ওই নীল নদী
ওকি ওই দিনান্ত
হাতছানিতে শুধু টানে।

(২)

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এল ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে 'যাই যাই যাই'।
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে 'না না না'।
নাচে তাই তাই তাই।
আকাশের তারা বলে তারে,
'তুমি এসো গগণ - পারে,
তোমায় চাই চাই চাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে, 'না না না'।
নাচে তাই তাই তাই।
বাতাস দখিন হতে আসে,
ফেরে তারি পাশে পাশে—
বলে, 'আয় আয় আয়'।
বলে, নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায়।'
বলে, 'পূর্ণশশীর রাতি
ক্রমে হবে মলিন ভাতি—
সময় নাই নাই নাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে, 'না না না।'
নাচে-তাই তাই তাই।

(৩)

ওরে ও সুজন নাইয়া
নদীর কূল পাইলাম না,
বা নাইয়া—
নদীর কূল পাইলাম না।
কালো মেঘে সাজ কইরাছি
পরানতো মানেন,
(তুমি) সাবধানে চালাইও তরী
নাও যেন ডুবেনা, বা নাইয়া—
নদীর কূল পাইলাম না।

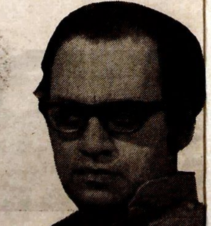

(৪)

যেতে যেতে, কিছু কথা
বলবো তোমার কানে কানে;
ও বন্ধু, ও আমার ভালবাসা;
অনুরাগ রং ভরা দু' একটি দাগ
আঁকবো তোমার দু'নয়নে॥
ওই পাখীটার নাম বুঝি অঞ্জনা,
রোদ্দুরে মেলে দেয় নীল ডানা;
ওর ঠোঁট থেকে টুপ্‌টাপ্‌—
ঝরে পড়ে কিছু সুর,
চলোনা কুড়োই দু'জনে॥
ওই নদীটার নাম বুঝি রঞ্জনা,
ওর সাথে আকাশের জানা শোনা;
ওর বুক থেকে কিছু গান
কিছু কিছু কলতান—
চলোনা কুড়োই দু'জনে॥
ও বন্ধু, ও আমার ভালোবাসা ... ...

(৫)

গোধুলির স্বর্ণরাগে
দাঁড়িয়ে চোখের আগে
কে আমায় অমন করে ডাক দিলে
আমি হারিয়ে গেলাম সেই ডাকে।
এই যে লুকোচুরি
এ-শুধু খুশীর খেলা,
পাথরের আড়াল থেকে
পাঠানো সবুজ বেলা;
এ শিলালিপির পরে
হৃদয়ের স্বপ্ন ঝরে
আলো আর ছায়ারা তার ছবি আঁকে—
আমি হারিয়ে গেলাম সেই ডাকে।

এই তো তুমি আছ
এই তো আমি আছি,
পেরিয়ে হাজার বছর
দু'জনের কাছাকাছি;
হয়তো আবার কবে
এখানেই দেখা হবে—
এখানেই লিখবো প্রাণের কবিতাকে।
আমি হারিয়ে গেলাম সেই ডাকে॥

(৬)

সনা বন্ধুরে ... ...
আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি ...
গগনেতে ডাকে দেওয়া ...
আসমান হইল আন্ধিরে বন্ধু ...
আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি—
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী
মধ্যে সুর নদী ... ...
সেই নদী কেমনে হইল ... ...
অকুল জলধিরে বন্ধু ... ...
আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি ... ...
উইড়া যায়রে চকোয়ার পংখী
পইড়া রইল ছায়া
কোন পরাণে পরবাসী হৈলা
ছাড়ি ঘরের মায়ারে বন্ধু
আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি॥

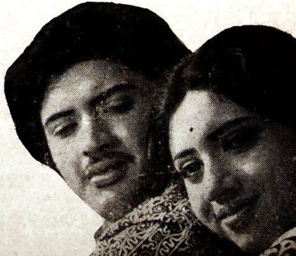

আমাদের জনপ্রিয় চিত্রসম্ভার !

সুচিত্রা সেন * মালা সিনহা অভিনীত

ঢুলী

পরিচালনা : পিণাকী মুখার্জী

●

সন্ধ্যা রায় * অনিল চ্যাটার্জী অভিনীত

আহবান

পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

●

সৌমিত্র * সন্ধ্যারায় অভিনীত

অগ্নিভ্রমর

পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী

●

সুদূর নীহারিকা

শ্রেঃ সৌমিত্র * সুমিত্রা

পরিচালনা : সুশীল মুখার্জী

সম্পাদনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণী চিত্রম্-এর প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও ন্যাশনাল আর্টপ্রেসে মুদ্রিত।